শ্রীশ্রীদুর্গা।

[illegible] শরণং

মুকুতাফলাবলি।

কল্কীপুরাণান্তর্গত

শ্রীকৃষ্ণানন্দর্ণবোদ্ধারিত দ্বাদশোহধ্যায়ে সংগৃহীত

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কবিকেশরী কর্ত্তৃক

পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া

কলিকাতা

সোণাগাজি লেনের শ্রীযুত [illegible]চরণ মিত্রের ইস্ট্রীটে

নম্বর ১০০ না[illegible]দ ১০১৩ বাটীতে

শ্রীযুত গৌরীচরণ পালের

হরিহর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৬৪ বারসও চৌসট্টীসাল তারিখ ২১ শ্রাবণ

সূচিপত্র।

পৃষ্ঠা।

সূচিপত্র সম্পূর্ণ॥

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

অথ গণেশ-বন্দনা।

জয় জয় জয় লম্বোদর গণপতি। আপনে যোগেশ হয়ে যোগে সদামতি॥ ধ্রু

পয়ার। নমস্তে পার্ব্বতী পুত্র পুরুষ প্রধান। পরম যোগেন্দ্র যোগবান গজানন॥ গণেশ গীর্ব্বাণ যোগাসনে গণপতি বিঘ্ন বিনাশক হয় মমবিঘ্ন মতি। তবতত্ত্ব মহত্ত্ব মাহাত্ম্য কেবা জানে। দুর্গম দুস্তরে দীনে তার দৃষ্টি দানে॥ অনাদ্য অনন্ত তুমি বেদে নাহি সীমা। নিরাকার নিরঞ্জন নিখিল মহিমা॥ অপূর্ব্ব সুখর্ব্ব তনু সর্ব্ব মনোহর। লম্বোদর লম্বিত ললিত চতুষ্কর সিন্দূর বরণ কিবা ইন্দুর বাহন। নখর নিকর নিন্দ ইন্দুর বরণ॥ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম করে করে শোভা। গজ আস্য হাস্য দৃশ্য বিশ্ব মনোলোভা॥ তরুণ অরুণ আভা অরুণ চরণে। জনম মরণ ক্লেশ হরণ স্মরণে॥ তুমিসার মূলাধার অসার সংসারে। ভক্তি যোগে মুক্তি যুক্তি উক্তি তন্ত্রসারে॥ ব্রহ্ম বলি বেদান্তে বাখানে তবগুণ। সগুণ নির্গুণ তুমি বিহীন ত্রিগুণ॥ উপাসনা কল্পে হয় পঞ্চ অবতার। প্রণব প্রভেদে মুক্তি পৃথক প্রকার॥ কটাক্ষ সংযোগে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। তোমার চরিত্র চারু চতুর্ব্বর্গ ময় আমি দৈন্য জ্ঞানশূন্য ক্ষুদ্রতম মন। বিশয় বিষম বশে ব্যস্ত অনুক্ষণ॥ নির্য্যস প্রয়াস ভাষা গ্রন্থ রচিবারে। কবিনহি চিরজীব ভাবি কি প্রকারে॥ ভরসা ভাবিয়ে প্রভূ তোমার চরণ। প্রবর্ত্ত হইনু গ্রন্থ করিতে রচন॥ দয়াদান দিয়ে তূর্ণ পূর্ণ কর আশা। প্রচুর প্রযত্নে পদে লইলাম বাসা॥ সিদ্ধিদাতা সিদ্ধিকর শিশুর মনন। দ্বিজ দুর্গা প্রসাদের এই নিবেদন॥

অথ গ্রন্থ সূচনা॥

পয়ার॥ একদিন গৌরমুখ আদি মুনিগণ। ব্যাসের নিক
টে গিয়া উপনীত হন॥ দ্বৈপায়ন বলে ব্যাসদেব তপোধন।
শিষ্য সঙ্গে করিছেন শাস্ত্র আলাপন॥ মুনিগণে দেখি মুনি হ
য়ে হরষিত। উঠি অভ্যর্থনা কৈল যেমন বিহিত॥ পাদ্য অর্ঘ্য
দিয়া পূজা করিয়া যতন। বসিতে দিলেন আনি বিচিত্র আসন
নানাবিধ ফলমূল করি আহরণ। মুনিগণে মহামুনি করান ভোজ
ন॥ ভোজনান্তে মুখশুদ্ধি করি সর্ব্বজন। বসিলেন সেই স্থানে
আনন্দিত মন॥ তবে গৌরমুখ মুনি করি করপুট। জিজ্ঞাসা ক
রেন কিছু ব্যাসের নিকট॥ চতুর্ব্বেদ বেত্তা হও তুমি মহাশয়।
বিভাগ হইল বেদ তোমার কৃপায়॥ সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি মুনি ত
পোধনে। তব অগোচর কিছু নাহি ত্রিভুবনে॥ অতএব করি প্র
ভু এক নিবেদন। কৃপাকরি কহ মোরে মিমাংসা বচন॥ বীজ
হৈতে হইতেছে অঙ্কুর সৃজন। অঙ্কুর হইতে বীজ সৃষ্টি হয়পুনঃ
ইহা মধ্যে প্রধানতা শক্তি আছে কার। বীজ কি অঙ্কুর অদ্য ক
হ সারোদ্ধার॥ শুনি ব্যাসদেব মুনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া। কহিতে
লাগিলা তবে মুনি সম্ভাসিয়া॥ বীজাঙ্কুর এক বস্তু জানিবে নি
শ্চয়। কিন্তু সে বীজের কিছু প্রাধান্যতা হয়॥ যেমন ঈশ্বরে লু
প্ত প্রকৃতি থাকিয়া। সৃষ্টি করেন ত্রিজগত গুণে প্রসবিয়া॥ তথা
পি সকলে বলে ঈশ্বর ইচ্ছায়। হইতেছে ত্রিজগত সৃষ্টি স্থিতি
লয়॥ সেইরূপ বীজমধ্যে অঙ্কুর থাকয়। একবর্ণ বীজে কিন্তু প্রা
ধান্যতা রয়॥ অতএব আদ্যবলি বীজের বর্ণয়। যথাশাস্ত্র যুক্তি
সিদ্ধ কহিনু তোমায়॥ আর এক কথা বলি শুন মুনিগণ। কৃষ্ণের
আশ্চর্য্য লীলা অপূর্ব্ব কথন॥ দ্বাপরেতে অবতীর্ণ শ্রীহরি যখন

পুণ্য ॥ বিধিভব আদি যারে ধ্যানে নাহি পায়। হেন প্রভু যশো দার অঙ্গনে খেলায় ॥ এইরূপে খেলিছেন জননী সদন। হেনকালে তথায় আইল গোপীগণ ॥ ললীতা বিশখা বৃন্দা চিত্র সলোচনা। চম্পাকা ললিতা চন্দ্রাবলি চন্দ্রাননা ॥ রঙ্গদেবী রূদেবী সুন্দরী সরজিনী। প্রধানা শ্রীমতী সতী শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী ॥ আর যত গোপীগণ নাম কব কত। সবে কৃষ্ণ পরায়ণ কৃষ্ণ ভাবে রত ক্ষীরসর নবনী লইয়ে জনে জন। দেখিতে আইল সবে প্রভু নারায়ণ ॥ গোপাল ঘেরিল আসি যত গোপীগণ। হইল আশ্চর্য্য শোভা কিকব কথন ॥ সকলে নবনী দেয় শ্রীকৃষ্ণের করে। দুই হাত পাতিলেন আনন্দ অন্তরে ॥ থাসিং সথমেলি দুই হাতে খানে আরো দেও বলি হরি বারে বারে চান ॥ যশোদা বলেন ওরে শুন বাপধন। গোপীগণ আইল তোর দেখিতে নাচন ॥ সখিগণ মাঝে হরি নাচ একবার। যত ননী খেতেপার দিব অনিবার মায়ের বচনে কৃষ্ণ হয়ে হরষিত। নৃত্য আরম্ভিল তবে জননী বিদিত ॥ চারি দিকে সখিগণে দেয় করতালি। কত ভঙ্গিমাতে নাচে প্রভু বনমালী ॥ কটিতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নূপুর। গোপীগণ করতালি দেয় সমধুর ॥ মধুর কঙ্কণ ধ্বনি সহ পড়ে তাল। আনন্দে হইয়া ভোর নাচয়ে গোপাল ॥ আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগন। আরম্ভ করিল তথা দুন্দভি বাজন ॥ একেবারে বাদ্যধ্বনি উঠিল গগণে। হেথা প্রভু নাচিছেন নন্দের ভবনে ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে হরি পদতলে। এই বেশে নাচ মম হৃদয় কমলে ॥

ত্রিপদী ॥ এইরূপে নন্দলাল; নাচেন আনন্দ মগ্ন; ব্রজাঙ্গনার পুরাইতে ভাব। যশোদা রোহিণী তায়, আছেন প্রফুল্ল কায়; হেনকালে দেখ আর লাভ। হইল গোঠের বেলি; যত

লে তুলি লইল তনয় ।। চাঁদমুখে চুম্বদিয়া; মুখঘর্ম্ম মুছাইয়া; ঝাড়িল অঙ্গের ধূলা চয় ।। আঁটিয়া ধরিয়া কোলে; কৃষ্ণেরে চাহিয়া বলে; আজি যাইতে নাহি দিব বনে । পুনঃ শ্রীমানেরে চেয়ে বলে রাণী ব্যগ্রহয়ে; মৃদুস্বরে মধুর বচনে ।। বাপ মুব শুনওরে; আজিকার মত ঘরে; রাখি যাও মোর নীলমণি । এই যে নীল রতন; সবেঘরে এইধন; প্রাণধন নয়নের মণি ।। অবলা অন্ধের নড়ী; দারিদ্রের ধন কড়ি; অপুত্রের পুত্র নন্দলাল । কত কর্ম্ম জন্ম ধরি; হরগৌরী পূজাকরি; পেয়েছিরে এহেন দুলাল ।। পাঠায়ে নয়নের তারা; একেবারে হয়ে সারা; কেমনে রহিব এই ঘরে । জননীর মাথাখাও; আজিকার মত যাও; নীলমণি ভিক্ষাদিয়া মোরে ।। দেখিয়া মায়ের স্নেহ; কৃষ্ণের বাড়িল মোহ; সখাগণে কহেন তখন । মায়েরে কান্দায়ে ভাই; যাইতে নাহিক চাই; আজি তোমাসবে যাওবন ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ কয়; দেখিব হে দয়াময়; ভকত বৎসল ধরনাম । শিশুসবে তোমাবিনে; নাহিজানে অন্যজনে; ছাড়িতে নারিবে প্রভুশ্যাম ।।

পয়ার । শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে নিষ্ঠুর বচন । বিষন্ন হইল মনে যত সখাগণ ।। আঁখি ছল ছল করে নাহিসরে বাণী । যতেক রাখাল হৈল আকুল পরাণী ।। আমা সবাকারে কৃষ্ণ বুঝি ত্যেজিল । নাজানি অদৃষ্টে আজি কি দশা ঘটিল ।। ক্রোধ করিয়াছে বুঝি ভৎসনা বচনে । আর গোষ্ঠে নাহি যাবে আমাদের সনে ।। এতভাবি যত শিশু অস্থির হইয়ে । কহিতে লাগিল তবে রাণী সম্ভাষিয়ে ।। শ্রীদাম কহিছে মাগো করি নিবেদন । সবাকার প্রিয় হয় তোমার নন্দন ।। যেমন দেখগো তুমি কৃষ্ণ প্রাণধন তেমনি জানিবে কৃষ্ণ সবারি জীবন ।। বিশেষত রাখালের আর কেহ নাই । কৃষ্ণের প্রসাদে বনে সবে রক্ষা পাই ।। শুনগো জন

হেটমাথে রয় ॥ কিঞ্চিৎ ভাবিয়া হরি মায়া বিস্তারিল। বালকের ভাবে যশোদারে ভুলাইল ॥ রাখালের রোদনে রাণীর হৈল দয়া। শ্রীদামে কহেন তবে আশ্বাস করিয়া ॥ নাকান্দহ বাপু স্থির কর মন। তোমাদের সঙ্গে কৃষ্ণ পাঠাইব বন ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কৃষ্ণে সাজাইব। দ্বিজ কহে সেইরূপ নয়নে দেখিব ॥

অথ নন্দরাণী শ্রীকৃষ্ণ সাজন।

পয়ার। গোপালে লইয়া রাণী যতনে সাজায়। মরি কি সুন্দর সাজে নবঘন কায় ॥ ধন্য রাণী পুণ্যবতী কৃষ্ণ লয়ে কোলে। চাঁদমুখ মুছাইল নেতের অঞ্চলে ॥ অলকা তিলকা দিল নাসিকা কপালে। চন্দনের বিন্দু তথা কিবা শোভা ভালে ॥ নয়ন অঞ্জন মনোসাধে পরাইল। ঈষদ হেলায়ে মাথে চূড়া বান্ধি দিল ॥ চূড়া পরি শিখি পুচ্ছ বক্র করি দিয়ে। একচিত্ত হয়ে রাণী দেখে নিরক্ষিয়ে ॥ কটিতে কিঙ্কিণী সহ ধড়া বান্ধি দিল। অপূর্ব্ব বসন আনি পৃষ্ঠেতে আটিল ॥ চরণে পরায়ে দিল মধুর নূপুর। হাতেতে বলয় তাড় কঙ্কণ কেয়ূর ॥ গলেতে সুবর্ণ হার কর্ণেতে কুণ্ডল। মেঘের বিজুলি যেন হৈল ঝলমল ॥ হইল যে রূপ তার কি কহিব তাহা। যোগীগণে হৃদপদ্মে বাঞ্ছা করে যাহা ॥ এই রূপে সাজাইল নন্দের ঘরণী। তাহাতে আনিয়া শেষ দিলেক পাঁচনি ॥ পাঁচনি করেতে দিয়া বলে নন্দরাণী। এই বেশে একবার নাচ নীলমণি ॥ মায়ের বচনে হরি নাচে একবার। সে নৃত্য দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার ॥ তবে রাণী ক্ষীরসর নবনীত লইয়া। ধড়ার অঞ্চলে কিছু দিলেন বান্ধিয়া ॥ তদপরে কৃষ্ণ মাথে বান্ধেন রক্ষণ। বন্যদেবী দশনাম করি উচ্চারণ ॥ দীপশিখা জ্বালি ভালে কাচবন্ধি করে। জানি ভূত প্রেতনীর ভয় না

বন ভুলালে ভাবে ।। এই রূপে হরি; বৎসম সঙ্গেকরি, গোষ্ঠ মাঝে উত্তরিলা। যমুনা পুলিনে, লয়ে সখাগণে; আনন্দেসবে বসিলা ।। যত্তেক রাখাল, লয়ে ধেনুপাল; খাওয়াইয়া তৃণ জল। সবে করি মেলা; আরম্ভিলা খেলা; হয়ে অতি কুতুহল ।। কৃষ্ণ কনতবে; শুন সখা সবে; এক খেলা আছে ভাই। বৎসগণ গলে, দিয়া মুক্তামালে; সুবেশ করে সাজাই ।। এ কথা শুনিয়া; সকলে হাসিয়া; কহিছে হরির ঠাঁই। বৎসগণ সবে; মুক্তাদে সাজাবে, মুক্তা কোথা পাবে ভাই ।। মুকুতার হার, বহু মূল্য তার; এক মুক্তা পাওয়া ভার; আমরা রাখাল; নবলক্ষ পাল, মুক্তা পাব কোথা তার ।। হরি পুনঃ কন; শুন সখাগণ; এক মুক্তা পেলেহয়। করিয়া রোপণ; মুক্তালতা বন; সৃজন করিব তায় ।। হলে লতাবন; ফলিবে তখন; মুকুতার ফল কতশত। পাড়িয়া লইব, গোধন সাজাব; যার যে মনের মত ।। শুবল কহিছে; মুক্তা যথা আছে; যদি দেয় রাধাপ্যারী। তবে অভিলাষ; পুরিবে নির্যাস; এই নিবেদন করি।। শুনি কন হরি; যাহ ত্বরাকরি; যথা আছে কমলিনী। করি মোর নাম; এক মনি দাম; চাহিয়া আন এখনি ।। কৃষ্ণের বচনে; আনন্দিত মনে; শুবল চলিল ধেয়ে। কহে দ্বিজবর; মুক্তা পাওয়া ভার; সে বড় বিষম মেয়ে।।

অথ শুবলের মুক্তা কারণ শ্রীমতীর নিকটে গমন।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণের বচনেতে শুবল তখন। শ্রীমতীর নিকটেতে করিল গমন ।। বসিয়া আছেন প্যারী রত্ন সিংহাসনে। বৃন্দা আদি সখী সহ আনন্দিত মনে ।। হেনকালে সেই স্থলে শুবল আইল। তাহারে দেখিয়া প্যারী জিজ্ঞাসা করিল ।। গোষ্ঠে ছিলে একা এলে কিসের কারণ। কোথায় কালিয়ে সোণা সে রা

চন। শুন সখা বলি তুমি স্থিরকর মন॥ কান্দায়েছে কমলিনী তোমারে যেমন। নিশ্চয় জানিবে প্যারী কান্দিবে তেমন। এত বলি সখাগণে রাখি সেইখানে। আপনি চলিলা হরি যশোদার স্থানে॥ ম্লানমুখে মা মা বলি উত্তরিল গিয়া। তাহা দেখি নন্দ রাণী আইল ধাইয়া॥ চাঁদমুখে চুম্বদিয়া কোলে তুলি নিল। ব্যস্ত হয়ে কানায়েরে জিজ্ঞাসা করিল॥ হাঁরেরে হরি একা আলি কিসের কারণ। কোথা দাদা বলরাম কোথা সখা গণ॥ দ্বন্দ করি আসিয়াছ বুঝি কারসনে। কে করেছে অপমান মোর বাছাধনে॥ কৃষ্ণকন কারুসহ দ্বন্দ নাহি করি। যেজন্যে এসেছি মাগো নিবেদন করি॥ বৎস্যগণ সাজাইতে সাধ হৈলমনে। সেই হেতু আইলাম তোমার সদনে॥ মুক্তা দিয়া গো ভূষণ করে দিব আমি। অতএব আমারে মা মুক্তাদেহ তুমি॥ দেমা দেমা ব- লে হরি করিল রোদন। নন্দরাণী বলে বাপ এয়ার কেমন॥ আ রেরে অবোধ মুক্তা বহুমূল্য ধন। এ নহে গাছের ফল দিব ততক্ষণ॥ ঘৃতঘোল নহে বাছা যতপার খাবে। আর ব্রজ বাল কেরা ডাকিয়া খাওয়াবে॥ মায়ের কথাতে ব্যথা পাইয়া অন্ত রে। কান্দিয়া কহেন হরি মায়ের গোচরে॥ মুক্তা হলো বহু মূল্য অমূল্য সন্তান। নাহি দিলে যদি তবে যাই অন্যস্থান॥ মুক্তাহেতু যমুনার পারে আমি যাব। মুক্তালাগি পরের মাকে মা বলে ডাকিব॥ নতুবা জননী এক মুক্তা দেহ তুমি। রোপণ ক রিয়ে মুক্তা বৃক্ষ করি আমি॥ সেই বৃক্ষে মুক্তাফল আমি ফলা ইব। যত মুক্তা চাহ মাতা তত আনি দিব॥ রাণী বলে অবোধ ছেলে এতে বৃক্ষহয়। শস্যহীন সুকঠিন বৃক্ষ বীজ নয়॥ ব্রজপু রে ঘরে ঘরে কত ছেলে আছে। কপাল গুণেতে বিধি সন্তান দি য়াছে॥ কৃষ্ণ বলে জানি মাগো যত দয়া মোরে। বেন্ধেছিলে চা

রিকতার নবনীর তরে ॥ তোমার যতেক স্নেহ আমা প্রতি আছে
জেনেছে যতেক লোক নয়নে দেখেছে ॥ এত বলি বনমালী কান্দি
তে লাগিল। তা দেখিয়া যশোদার দয়া উপজিল ॥ কর্ণ হৈতে এ
ক মুক্তা লইয়া তখন। কৃষ্ণের করেতে তবে করিল অর্পণ ॥ রাণী
বলে মুক্ত যদি না পার রাখিতে। নবনীর মত পুনঃ বান্ধিব করে
তে ॥ কৃষ্ণ ভাবে জননী গো বাঁধিবেকি তুমি। বিনে তোরে তো
রকাছে বান্ধা আছি আমি ॥ তবে হরি হরষিত হইয়ে তখন। না
চিতে নাচিতে গেলা যথা সখাগণ ॥ কৃষ্ণ কন আনিয়াছি মুক্তা
রতন। কর্ষণ করহ ভাই করিব রোপণ ॥ শুনি গোপালের বাণী
যত শিশুগণ। যমুনার তীরে ভূমি করিল খনন ॥ জল দিয়া কর্দ
ম করিল কুতূহলে। আপনি রোপিলা হরি মুক্তা সেই কূলে ॥
দারু মায়ায় অনিত্যকে নিত্য করি মানে। মুক্তালতা কোন তত্ত্ব
দ্বিজ কবি ভণে॥

শ্রীকৃষ্ণ মুক্তাবৃক্ষ সৃজনান্তর তৎকথ

দ্বারা গোভূষণ।

ত্রিপদী। মুক্তা রোপি কৃষ্ণ সেতেঃ হরি বলে সকলেতেঃ অব
য় তাহাতে জল দিল। শুনহ অপূর্ব কথাঃ জন্মিলেক লতাঃ ক্রমে
ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥ মায়াধারি মায়া হৈলঃ অল্পেকে মঞ্জ
রী হৈলঃ ফুটিল অক্ষার যত ফুল। গন্ধেতে পূরিল ব্রজঃ ভৃঙ্গ করি ম
ধূলীজঃ লোকেতে গাইল অলিকুল ॥ ব্রজেতে নিবাসে যারঃ পা
ইগন্ধ পেয়ে তারাঃ বলে ফুল কোথায় ফুটেছে। কেহ বলে গো
বর্দ্ধনেঃ কেহ বলে বৃন্দাবনেঃ পুষ্পগন্ধে আমোদ করেছে ॥ এখ
পুষ্প হলো বালিঃ মুক্তা ধরে রাশিঃ তোলে কৃষ্ণ যতেক রাখ
ল। তাবেতে চিকন কাণঃ আপনি গাঁথেন মালাঃ অপূর্ব মত ব্রজে
র ছাওয়াল ॥ শ্রীদামের তরে হরি কহেন বিনয় করিঃ আন।

ৎস সাজাব মুক্তাতে। শুনিয়া হরির বাণীঃ শত শত বৎস আনি মুক্তা দিল বৎসের গলেতে।। পৃষ্ঠপার্শ্ব বক্ষদেশঃ মুকুতার করিল বেশঃ প্রতিলোমে মুকুতার হালি। শৃঙ্গে শ্রুতি নাসামুলে গাঁথি দেয় মুক্তা তুলেঃ নাচে শিশু দিয়ে করতালি।। শতচন্দ্র জিনি আভাঃ এক এক বৎস শোভাঃ দেখি সবে আনন্দিতমন। পরে তুলি মুক্তা ফলঃ হয়ে অতি কুতুহলঃ কৃষ্ণেরে সাজান সর্ব্বজন। কৃষ্ণ আনন্দিত মনঃ মুক্তা তুলি ততক্ষণ, সখাগণে দেন সাজাইয়া। সবে আনন্দেতে ভোরঃ আমোদের নাহি ওরঃ খেলে সবে নাচিয়া নাচিয়া।। বেড়িকৃষ্ণ বলরামঃ উচ্চারিয়া হরিনামঃ নাচে গায় দেয় করতালি। শ্রীদুর্গাপ্রসাদকয়ঃ ধন্যরে বালক চয়ঃ যার সখা প্রভু বনমালী।।

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিজালয়ে গমন।

লঘু ত্রিপদী। মুকুতা লইয়েঃ হরিষ হইয়েঃ সুখে করে সবে কেলি। এমন সময়ঃ সুর্য্য অস্ত যায়ঃ অবসান হৈল বেলি।। বেলা হৈল শেষঃ দেখি হৃষিকেশঃ শিশু প্রতি তবে কয়। শুন সখাগনঃ ফিরাও গোধনঃ চল যাই নিজালয়।। রাণী মুক্ত দিলঃ তাহে বৃক্ষ হৈলঃ ফলিল বহু রতন। চল ভাই ঘরেঃ বলিগে মায়েরেঃ করুন আসি দরশন।। আর কিছু মতিঃ তুলিয়া সম্প্রতিঃ লহ বৃষ পৃষ্ঠে করি। মুকুতার ভারেঃ দিব জননীরেঃ দেখুক ব্রজের নারী এতেক বলিয়াঃ মুকুতা তুলিয়া; গাঁথিয়া সুন্দর হার। হয়ে হৃতুহলিঃ মুক্তা পৃষ্ঠে তুলিঃ নিল সবে ভারে ভার।। তবে শিশুগণঃ হইয়ে মিলনঃ আবাদিয়ে উচ্চৈঃস্বরে। মাঝে রাম কানুঃ বাজাইয় বেণুঃ আনন্দে চলিল্লা ঘরে।। যাইতে যাইতেঃ দেখা আচম্বিতেঃ শ্রীমতীর সখীসনে। দেখে সহচরীঃ উষ্ঠিল শিহরিঃ চমৎকার মানি মনে।। দেখি মুক্তা চয়ঃ হইয়া বিস্ময়ঃ রাধারে কহিতে

কত কত ধেনু পাল রাখাল প্রভৃতি ॥ কৃষ্ণের শরীরে সব নিরীক্ষণ করে। জন্মিলা বিষম ভয় রাণীর অন্তরে ॥ সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম পুরুষ রতন। স্তব করিবারে রাণী করিল মনন ॥ বুঝি জননীর ভাব প্রভু ভগবান। মায়া বিস্তারিয়া পুনঃ মায়েরে ভুলান ॥ কেমনি কৃষ্ণের মায়া আশ্চর্য্য কথন। দেখিতে দেখিতে রাণী হৈল বিস্মরণ ॥ ঘুচিল ঈশ্বর ভাব পুত্র ভাব হৈল। বদন চুম্বিয়া কৃষ্ণে কোলেতে করিল ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া তবে রোহিণী সহিত। আপন আলয়ে গেল হয়ে হরষিত ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন এখানেতে শ্রীমতী লইয়ে বিবরণ ॥

অথ দুতী শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ দেন।

শুন শুন ওগো রাধে পিরীতে প্রলয় হলো। নাহি সাধের মন্দিরে বুঝি বিষনাসি প্রবেশিল ॥ নাহি জানি কি কারণ, কালাচাঁদ হৈল কেন; আমারে হেরিয়া কেন, বাঁকা আঁখি ফিরাইল ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। এথা দুতী মুক্তামাসে দেখি গোভূষণ। লোক মুখে শুনিয়ে যতেক বিবরণ ॥ দুত হয়ে শ্রীমতীর নিকটেতে গিয়া। কহিতে লাগিল কথা বিনয় করিয়া ॥ আজি আমি গিয়েছিনু নন্দের ভবন। পথেতে দেখিনু যাহা শুন বিবরণ ॥ আসিতে আসিতে পথে হেন জ্ঞান হয়। অকস্মাৎ পূর্ব্বদিকে লক্ষ চন্দ্রোদয় ॥ স্থাকিত হইয়া আমি রহি সেইখানে। আশ্চর্য্য দেখিনু রাধে শুন বিদ্যমানে ॥ গোষ্ঠে হৈতে নন্দসুত গোধন লইয়া। নাচিতে নাচিতে আসে সেই পথ দিয়া ॥ মুক্তা দিয়া মণ্ডিত করেছে ধেনু পাল। মুক্তার মণ্ডিত আর যতেক রাখাল ॥ তার মাঝে মুক্তায়

সনে, নিভৃত নিবীড় বনে; গেলা হরি বৎসে চারনে॥ এইরূপে নন্দসুত; কত ভাবে মত্ত কত; লীলা করে কত কব তার। অনাদি অনন্ত বিভু; জগন্নাথের নাথ প্রভু; যার লীলা ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে; শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, দয়া কর ভকত বৎসল শিশুর পুরাও আশ; কর প্রভু নিজদাস; অন্তে দিয়ো চরণ কমল

অথ সখিগণের মুক্তাবনে গমন ও
শ্রীদামাদির দর্প॥

আজি ধরা গেল ভাল মনো চোরানারী। ভাঙ্গিল
গুমর এবে যতেক চাতুরি॥ প্রকাশিয়া ভারিভুরী
কৃষ্ণ মন কর চুরি; না জানি সে নরহরি যেই ভজে তারি॥

পয়ার। জল আনিবার ছলে যত সখিগণ। উপনীত হৈল গিয়া যথা মুক্তাবন॥ দেখিয়া মুক্তার শোভা অতি সুশোভন। একচিত্ত হয়ে সবে করে নিরক্ষন॥ অবাক হইয়া সখী কিঞ্চিৎ র হিয়া। ধিরে ধিরে মুক্তাবনে প্রবেশিল গিয়া॥ মুক্তা হরণ হেতু ক রিয়া মনন। সচকিত হয়ে সবে করেন ভ্রমণ॥ হেনকালে রাখালেরা দেখিয়া সত্বর। করে করে বাঁশি শব্দ করে ঘোরতর॥ অসী ঢাল খাঁড়া টাঙ্গি হস্তেতে লইল। অতি বেগে সেই দিগে ধা ইয়া আইল॥ চৌদিগে ঘেরিয়া সবে করে মহাঘোর। কেহ বলে দেখ যেন না পালায় চোর॥ কেহ খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে কেহ শোষে তীর। দন্ত কটমট করে কম্পিত শরীর॥ কাট কাট মার মার বলে কোনজন। কেহ বলে করে করে কয়হ বন্ধন॥ কেহ বলে সাবধানে ধর চোরা নারী। হাজির করিব লয়ে কংস বরাবরি এইরূপে রক্ষকেরা করয়ে তর্জ্জন। মহা ভয়ঙ্কর স্থান হৈল মুক্তা বন॥ দেখিয়া সখার মনে উপজিল ভয়। হেট মাথা করি সবে স্তব্ধ হয়েরয়॥ তবেত শ্রীদাম কহে কোপেতে রুষিয়া। শ্রীমতি

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ॥ তাতে যদি বশিভূত নহে নরহরি। পুনরপি ত মগুণ প্রকাশিত করি॥ আখি ঘোরতর করি বাড়াইয়ে মান। হ রিয়া হরিবে মন করিবে পায়ান ॥ সে ভাবেতে নাহি যদি ভূলে শ্রীনিবাস। তবে রাধে সত্বগুণ করিবে প্রকাশ॥ ভক্তি ডোর দি- য়ে বন্ধি করি নারায়ণে। তখনি আনিব লয়ে আপন ভবনে॥ সত্ত্ব তত্ত্ব নয় সেই প্রভু নারায়ণ। না পারিবে ভক্তি ডোর করিতে ছে দন॥ বান্ধিয়া আনিব হরি কি ভাবনা তায়। তিনগুণ ময়ী মায়া গুণেতে রাধার॥ এতেক মন্ত্রণা করি সেদিন থাকিয়া। পরদিন গৃহ কর্ম্ম সব সমাপিয়া॥ ভোজনান্তে একত্রে মিলিয়া সখিগণ। জল আনিবার ছলে চলিলা তখন॥ শুন ইত্যাদি দ্বিজ করিল রচন।

অথ শ্রীকৃষ্ণের সম্মোহন রূপ।

॥ পয়ার। এখানেতে শ্রীনিবাস জানিল অন্তরে। সাজিতে ছে গোপীগণ ভুলাবার তরে॥ কটাক্ষ করিয়া চাহে আমা ভুলা ইতে। ইহার উচিত ফল শীঘ্র হবে দিতে॥ এতভাবি নারায়ণ হৈলা সম্মোহন। আইলে হইবে মোহ গোপীকার মন॥ মা- য়াধারী মায়া কৈলা অপূর্ব্ব কথন। যাহার মায়ায় মুগ্ধ এতিন ভু বন॥ মায়াতে মোহপ্রাপ্ত বিধি শূলপাণি। সেই হরি ব্রহ্মরূপ ধরিলা আপনি॥ নিকটেতে বসি যত ব্রজশিশু ছিল। দেখিতেং তারা চতুর্ভুজ হৈল॥ ময়ূর করি অশ্ব আর শল্লক শল্লকী। ভ্রমরা কোকীল শিখী চতুর্ভুজ দেখি॥ অন্য পক্ষ সল্লভাদি চতুর্ভুজ স বে। তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষ সবে ব্রহ্মভাবে॥ কতদূরে স্বর্ণ অট্টালিকা নিম্মাইলা। শতকক্ষ পুরী হরি তথায় করিলা॥ কিবা সে পুরের শোভা কে বর্ণিতে পারে। অপূর্ব্ব পতাকা উড়ে ধ্বজের উপরে॥ স্থানেং মানিক্য বেদিকা শোভা পায়। কাঞ্চনে সোপান বড় উ

পায়ার । শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা হয়ে কমলিনী। ভ্রমণ করেন তথা যেন পাগলিনী ।। সম্মুখে যতেক দেখে বৃক্ষলতা ফল। জিজ্ঞাসা করয়ে রাধে হইয়া ব্যাকুল ।। মাধবী লতার প্রতি কহিছে কিশোরী। তুমি কি দেখিছ মোর প্রাণ কান্ত হরি ।। এই যে আছিল তব নিকটে বসিয়ে। সখিগণে সাজাইল বন ফল দিয়ে ।। আমারে দেখিয়া নাথ অদেখা হইল। কহ কহ মাধবী গো কোথা লুকাইল ।। নাথের বিচ্ছেদে মোর বিদরিছে হিয়ে। তুমি গো মাধবী বট মাধবের প্রিয়ে ।। তবেকেন মোর বোলে উত্তর না দিলে। স্বপত্নী বলিয়া বুঝি বিবাদ সাধিলে ।। পরে ধনী ধেয়ে যায় যথা কৃষ্ণকেলী। কহিতে লাগিলা কিছু করি কৃতাঞ্জলি ।। কৃষ্ণের নামেতে তব নাম সোনা মল। অবশ্য জানহ তুমি কৃষ্ণের আমল ।। কদম্বে কহিছে ধনী করিয়া মিনতি। সর্ব্বদা তোমার মূলে নাথের বসতি ।। পদচিহ্ন পড়ে আছে দেখ তব হেথা। কহ২ কদম্ব হে কৃষ্ণ গেল কোথা ।। অশোক দেখিয়ে প্যারী যায় ত্বরা করি। আলিঙ্গন করে প্রিয়া অশোকেরে ধরি ।। বলে ধনী তব না জানি কে অশোক। তোমারে ধরিয়া কেন বাড়ে মোর শোক অনুভাব করি পূর্ব্বে আছিলে অশোক। নাথের বিচ্ছেদে বুঝি হয়েছ অশোক ।। নতুবা অশোক কেন তোরে দিল কোল। বন্ধুর বিচ্ছেদে শুল হইল প্রবল ।। এইরূপে বনেং করেন ভ্রমণ। হেন কালে দেখে যত চতুর্ভুজ গণ ।। দ্রুত হয়ে তথা গিয়া জিজ্ঞাসয়ে কথা। তোমেরা দেখেছ মোর প্রাণকান্ত কোথা ।। অভিপ্রায় কৃষ্ণের বপু দেখি তোমা সবে। অনুভাবে বুঝিলাম কৃষ্ণের কেহ হবে ।। অতএব নিবেদন করি মহাশয়। কৃষ্ণের বিরহে মোর দহিছে হৃদয় ।। নারীজাতি না বুঝিয়া করেছিনু গর্ব্ব। আমার এখন সব

য়া ধনী একদৃষ্টে রয় ।। তাহা দেখি দ্বৈবারীকা জিজ্ঞাসা করিলা
কে তুমি কোথায় থাক কিহেতু আইলা ।। ঝর ঝর বারিধারা ঝ-
রিছে নয়নে । দুঃখিনী সমান কেন ভ্রমিতেছ বনে ।। শুনি কমলি
নী কহে শুন দ্বৌবারিণী । কৃষ্ণের প্রিয়সী নাম রাধা বিনোদিনী ।।
ব্রজেতে বসতি বৃষভানুর কুমারী । কাতরা হয়েছি বড় হারাইয়া
হরি ।। অহঙ্কার করেছিনু নাথের উপরে । সেইহেতু প্রাণকান্ত
ছাড়িয়াছে মোরে ।। তার অন্বষণে আমি ভ্রমিতেছি বনে । সে
ইহেতু আইলাম তোমার সদনে ।। অনুমান করি পুরে আছে ন
রহরি । যদি দ্বার ছাড় তবে দরশন করি ।। নাথের বিচ্ছেদে মো
র প্রাণ বাহিরায় । দয়া করি দ্বৌবারিণী দেখাও তাহায় ।। শুনি
দ্বৌবারিকা রাধা কহে রাধা প্রতি । রাধা নাম ধর কোন ব্রজেতে
বসতি ।। এখানে কমলাকান্ত কমলা লইয়া । বিহার করেন সদা
বিরলে বসিয়া ।। শতদ্বারে শতরাধা আছি দ্বৌবারিণী । আধার
আছয়ে রাধা শ্রবণে না শুনি ।। কোন সখী আসি হাসি এদেখা
য় ওরে । দেখ২ আসিয়াছে রাধানাম ধরে ।।কেমন কৃষ্ণের মায়া
কে বুঝিতে পারে । আর কি আছয়ে রাধা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে । অবা
ক হইয়া সবে করে উপহাস ।তাহা দেখি কিশোরীর অধিক হুতা
শ ।। তবে দ্বৌবারিণী রাধা কহে দয়াকরি । যাও২ পুরীমধ্যে দেখ
গিয়া হরি ।। কিন্তু এই মত আছে শতেক দুয়ার । শতেক প্রহরি
রাধা আছয়ে তাহার ।। সবাকার নিকটেতে হবে কৃতাঞ্জলি ।।
তবে সে দেখিতে পাবে প্রভু বনমালী ।। একথা শুনিয়া প্যারী
চলে ততক্ষণ । অন্যদ্বারে গিয়া তবে দিলা দরশন ।। সেখানেত
এইরূপ পরিচয় দিলা । ক্রমে২ শত দ্বারে প্রবেশ করিলা ।। প্রতি
দ্বারে পূর্ব্বমত উপহাস করে । দেখিয়া বিস্ময় হৈল রাধার অন্ত
রে ।। মনে ভাবে গর্ব্ব আমি করেছি যেমন । তাহার উচিত ক

হয়; বৃক্ষে হও অশ্বত্থ গণন। হস্তিমধ্যে ঐরাবত; গন্ধর্ব্বেতে চি-ত্ররথ; দেবর্ষি নারদ তপোধন॥ আয়ুধেতে বজ্ররূপঃ নৃপমধ্যে তুমি ভূপ, কামধেনু ধেনুতে বাখানি॥ সর্পেতে বাসুকি হওঃ নাগেতে অনন্ত হওঃ বরুণেতে জলধি আপনি॥ অসুরে প্রহ্লাদ তুমি; মর্ত্তে সিংহ জানি আমি; পক্ষিরে গরুড় ধর নাম। বিদ্যাতে অধ্যাত্ম যেইঃ স্রোতসা জাহ্নবী সেই; শস্ত্রপাণি তুমি যে শ্রীরাম। জপ যজ্ঞ শমদম; তুমি সে নিয়ম যম; তমোগুণ ত্রিগুণ অতীত। আছহ সর্ব্বত্র ব্যাপে; লিপ্ত নহ কোনরূপে; নিরাকার সাকারে বিদিত॥ অনাথের নাথ প্রভু, অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিভু; গুণাতীত তুমি গুণধাম। আমি অতি মূঢ়মতিঃ না জানি ভকতি স্তুতিঃ দুঃখিজনে না হইয় বাম॥ কুল শীল ত্যাগিরে; তোমার শরণ লয়ে; নাম হলো রাধা কলঙ্কিনী। তোমা বিনে আর জানি মোরা যত আহিরিণীঃ দয়া কর ওহে যদুমণি॥ পঞ্চমুখে পঞ্চানন; কৃষ্ণ তোমা নাহি জানেন; বেদমুখে বিধি নাহি পায়। ষড়মুখে ষড়ানন, যার অন্ত নাহি পানঃ এক মুখে করি কি উপায়॥ মুদিয়ে যুগল আঁখি; স্তুতি করে বিধুমুখি; দেখি দয়া উপজিল মনে। আপনি উঠিয়া হরি; শ্রীমতীর করে ধরীঃ সান্ত্ব করে অমিয় বচনে॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে; শ্রীকৃষ্ণের পদতলেঃ দয়া কর ভকত বৎসল। আমার পুরাও আশঃ কর প্রভু নিজ দাসঃ অন্তে দিয়ে চরণ কমল॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি সদয়।

পয়ার। স্তবেতে হইয়া তুষ্ট প্রভু নারায়ণ। সম্মোহন রূপ তবে কৈল সম্বরণ॥ দূরে গেল মায়া পুরী দ্বারি চতুর্ভুজ। পুর্ব্ব মত হৈল প্রভু সুন্দর দ্বিভুজ॥ আপনি উঠিয়া তবে শ্রীমধুসুদন। শ্রীমতীর করে ধরি কহেন বচন॥ স্থির হও প্রাণ প্রিয়ে কে

ধন। শ্রীকৃষ্ণ বচনে তুষ্টা হয়ে সখিগণ॥ আপন ভবনে তবে আ ইলা কিশোরী। বলে চলে গেল দিয়া প্রবেশ সর্ব্বরী॥ কৃষ্ণের স ঙ্কেত কাল হৈল আগমন। দেখি গোপী গৃহকর্ম্ম কৈল সমাপণ সখী সঙ্গে করি প্যারী গেল কুঞ্জবনে। করয়ে বাসর সজ্জা যত সখীগণে॥ কতুহলে তুলে সবে ফুল নানা জাতি। মল্লিকা মাল তী জাতি যুথি কেয়াপাতি॥ টগর তাগর কৃষ্ণকেলি রামকেলি পাটল পারুল বেল বকুল সীউলি॥ অশোক চম্পাক বক মাধবী রঙ্গন। তরুলতা সুর্য্যমুখী পলাশ কাঞ্চন॥ শতপাটি সদুপাটি প্যারিপাটি যত। গুলঞ্চ করবী গাঁন্দা তুলে শত শত। তুলিলা অ নেক ফুল গন্ধে আমোদিত॥ যারগন্ধে অলিকুল সদত মোহিত এইরূপে নানা ফুল তুলিয়া যতনে। গাঁথিল অপূর্ব্ব মালা কৃষ্ণে র কারণে॥ ॥ তারপর বহু ফুলে কুঞ্জ সাজাইল। ফুলের করিয়া শয্যা মধ্যেতে রাখিল॥ তদন্তরে সখী সবে আনন্দিত মনে। শ্রীমতীকে ফুল দিয়া সাজায় যতনে॥ এইরূপে গোপীগণ বা সর সাজায়ে। কৃষ্ণের আশয়ে রহে পথ নিরখিয়ে। হেনকালে মকালনী সখিগণে কয়। অদ্য রজনীতে হরি আসিবে নিশ্চয়॥ কিন্তু বড় অভিমান হতেছে অন্তরে॥ বিনা দোষে অপমান করি তেছে মোরে॥ যদি বল অহঙ্কারে ছিনু গর্ব্ব করে। সেই হেতু কালাচাঁদ দর্পিত অন্তরে॥ কিন্তু সে পূর্ব্বের মুল সকলি সৃজন। বিনা দোষে দুষী মোরে কৈলা কি কারণ॥ বুদ্ধি সাক্ষি রূপে থা কে সবাকার ঘটে। যখন ঘটায় যাহা তাই আসি ঘটে॥ দো- যগুণ যত বল সকলি তাহার। তবে কেন অপমান করিল আমা র॥ এইহেতু মনে বড় হয়ে অভিমান। কিঞ্চিৎ করিব সখী ইহার বিধান॥ প্রথমেতে নটবরে দেখা না হি দিব। প্রকার প্রবন্ধে স বে সম্মুখে রহিব॥ তোমরাতো অষ্ট সখী আমি একজন। নয়

পাশি করি চক্ষু রাখে সুমিলনে। হস্তিনীর চক্ষু সম দেখায় নয়নে॥ কর্ণের কারণে তবে মনে বিচারিয়ে। নীলাম্বরি অঞ্চল দিলেক ঘুরাইয়ে॥ দুই পার্শ্বে হেন ভাব হইল তাহাতে। করির কর্ণের সম লাগিল দুলিতে॥ শুণ্ড মুণ্ড চক্ষু কর্ণ দন্ত আদি করি। দেখিতে হইল যেন সুন্দর কুঞ্জরী॥ তবে রাধা বিনোদিনী উঠিয়া তখন। সহচরীগণ মাথে হৈলা আরোহণ॥ শুইল শ্রীমতী তথা নানা ভঙ্গি করি। কত ভঙ্গি জানে নিজে ত্রিভঙ্গের নারী॥ এমনি বঙ্কিম হয়ে রহিল তথায়। কুঞ্জরের পৃষ্ঠ সম হইল তাহায়॥ তবে ধনী নিজ বেণী এলাইয়া দিল। করির পুচ্ছের সম ঝুলিতে লাগিল॥ অঙ্গের উজ্জ্বল আভা লুকাবার তরে। সকল সখির অঙ্গ ঢাকে নীলাম্বরে॥ হইল অপূর্ব্ব করী সুন্দর আকার। তবে কমলিনী মনে করিয়া বিচার॥ আপনার পৃষ্ঠদেশে পাতিল অঞ্চল। বিচিত্র আসন সম হইল উজ্জ্বল॥ আসন রাখিল মনে এই সাধ করি। উঠিয়া বসিবে ইথে প্রাণকান্ত হরি॥ এইরূপে নবনারী মিলিয়া যতনে। হইয়া কুঞ্জর রূপ রহে কুঞ্জবনে॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন। নবনারী কুঞ্জরের এই বিবরণ॥ একচিত্ত হয়ে যেই এই কথা শুনে। অন্তকালে তার ভয় না থাকে শমনে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে গমন।

পয়ার। এখানেতে শ্রীকৃষ্ণের শুন বিবরণ। গোষ্ঠ হৈতে আইলেন আপন ভবন॥ রজনী যোগেতে হরি করিয়া ভোজন। জননীর নিকটেতে করিলা শয়ন॥ কিন্তু নেত্রে নিদ্রা নাই সদত বিমন। কতক্ষণে নিদ্রিত হইবে পুরজন॥ তিন দিন রাধা সহ নাহি সহবাস। উদয় হইল মনে বিরহ হুতাশ॥ তবে কতক্ষণে ঘু

য়া প্রমাথিনী; চারিদিগে ভ্রমিতে লাগিল ॥তবে ফুল বনেগিয়ে দেখে চৌদিগেতে চেয়ে, শেষে যান তমালের বনে। তথায় না পায় প্যারী; তবে যান নরহরি; শাল তাল পিয়াল কাননে॥ সেখানে না দেখা পান; পরে শ্যাম কুঞ্জেযান; রাধাকুণ্ড তাহার পশ্চাতে। তার পরে অন্য বন; করে হরি অন্বেষণ; কোন স্থানে না পান দেখিতে॥ রাধা ভাবে হয়ে ভোর; ভাবনার নাহি ওর; ভাবে কৃষ্ণ হইয়া অধীর। তদপরে ভাবি মনে, দেখি সব বৃক্ষ গণে; জিজ্ঞাসা করেন যদুবীর॥ শুন২ বৃক্ষগণ; করি সবে নিবেদন; দেখেছ কি কিশোরী আমার। যদ্যপি দেখিয়া থাক; বলে দিয়া প্রাণ রাখ; কর সবে এই উপকার ॥ যদি বল বহু জন; এসে থাকে এইবন; কিশোরীকে মোরা নাহি চিনি; শুনহ আকার কই; রূপেতে ত্রিলোক জয়ী; অঙ্গ আভা জিনি সৌদামিনী ॥বদন নির্ম্মল শশী; তাহাতে ঈষদ হাসি; বিম্বফল জিনি ওষ্ঠাধর ॥ বচন অমিয় ভাষ; তিলফুল জিনি নাসা; অথবা জিনিয়া খগবর ॥ খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, গৃধিনী জিনিয়া দেখি; শ্রবণের সুগঠন হয়। দীর্ঘকেশী মধ্যক্ষীণা; বয়সেতে নবীনা; কম্বু জিনিয়া কণ্ঠদ্বয় মৃণাল জিনিয়া ভুজ; কর পদ সরসিজ; নিতম্বের না যায় বর্ণন। নখ শশধর জ্যোতি; মৃদু মৃদু মন্দগতি; জিনিয়া সে মরাল বারণ॥ এই রূপে যেই ধনী; আমার হৃদয় মণি; কেহ কি দেখেছ সেই জনে। হয়েছি বিষম আর্ত্ত; বলিয়ে তাহার বার্ত্তা; ফিরে রাখ শ্রীনন্দ নন্দনে॥ এতেক মিনতি করি; বারে বারে নরহরি; রাধার করেন অন্বেষণ। ভ্রমিয়া সকল বন; নাহি পান দরশন; অবশেষে শুন বিবরণ। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে; শ্রীকৃষ্ণের পদতলে দয়া কর ভকত বৎসল। পূরাও আমার আশ; করি প্রভু নিজ দাস; অন্তে দিয়ে চরণকমল॥

তোমার বিচ্ছেদে আমি সহিতে না পারি ॥ রাধা যে অঙ্গের আ
ধা রাধা সে জীবন। রাধার বিহনে নাহি ধৈর্য্য মানে মন ॥ রাধা
যদি ছাড়ি গেল এই বৃন্দাবন। তবে আর কি কারণে ধরিব জীব
ন ॥ ওহে করি বিনাশিলে মোর প্রাণ প্রিয়ে। পুনরপি বধ কর
আমারে আসিয়ে ॥ কৃষ্ণের কাতর দেখি অস্থির কিশোরী। ভা
বে মনে করিরূপ পরিত্যাগ করি ॥ আবার ভাবেন মনে আছে
বড় সাধ। করিরূপে পৃষ্ঠেতে করিব কালাচাঁদ। এত ভাবি হরি
প্রিয়ে করিরূপে রন। রাধাকান্ত রাধা শোকে করেন রোদন ॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ দেখিয়া সে ভাব। বলে মরি মরি কিবা শ্রীকৃ
ষ্ণের ভাব ॥ শোকেতে অধৈর্য্য হৈলা ত্রিজগৎ পতি। তাই দে
খি শূন্যে থাকি বলিলেন ভারতী ॥ ওহে হরি ত্যজ শোক শুনহ ব
চন। একবার করি পৃষ্ঠে কর আরোহণ ॥ তবে সে পাইবে তব
রাধা বিনোদিনী। শুন শুন নারায়ণ সারোদ্ধার বাণী ॥ এত য
দি আকাশেতে হৈল দৈববাণী। শুনিয়া সুস্থির কিছু দেব চক্র-
পাণি ॥ ব্যগ্র হয়ে হৃষিকেশ উঠিয়া তখন। আস্তে ব্যস্তে করি
পৃষ্ঠে কৈলা আরোহণ ॥ তবে নবনারী করি আনন্দিত মনে।
করি পৃষ্ঠে হরি ফিরে নিকুঞ্জ কাননে ॥ দ্বিজ কহে কত ভাব জা
নেন কিশোরী। নবনারী করি হয়ে পৃষ্ঠে কৈলা হরি ॥

পয়ার। হরি পৃষ্ঠে করি তবে নবনারী করি। কুঞ্জবনে নানা
স্থানে বুলে ফিরি২ ॥ যেখানে যেখানে আছে মনোহর স্থান। হ
রিরে লইয়ে সুখে সেই স্থানে যান ॥ নারীর পরশ পেয়ে শ্রীহরি
তখন। মলয়া নাকেতে হৈল উল্লাসিত মন ॥ মনে মনে ভাবে কৃ
ষ্ণ এ আর কেমন। করি পৃষ্ঠাসন এত নহে কদাচন ॥ অনেক ক
ঠিন হয় কুঞ্জরের অঙ্গ। কমল হইতে এ যে দেখি কোমলাঙ্গ ॥
এত ভাবি রাধাকান্ত এক দৃষ্টে চান। কিশোরীর কমলাক্ষী দেখি

চরণে ॥ পরমাত্মা পরাৎপর তুমি নারায়ণ। তোমারে ভজিলে লোক হয় সাধুজন॥ বিধি ভব বাশব বরুণ হুতাশন। তোমারে ভজনা করে যত দেবগণ ॥ তোমারে ভজনা করি ভাবের ভবানী। পরম বৈষ্ণবী নাম ধরিলা আপনি ॥তোমারে সদত সেবি লক্ষী সরস্বতী। ত্রিভুবন লোক মাঝে হয়েছেন সতী॥ আর ভূমিতলে নর নারী কত জন। তোমারে ভজিয়া পাপে হতেছে মোচন॥ অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী মন্দোদরী তারা। তোমার ভজন গুণে সতী হৈল তারা॥ কেবল তোমারে ভজে আমি অভাগিণী। ব্রজমাঝে নাম হলো রাধা কলঙ্কিণী॥ অতএব মোরে তব নাহি দয়া লেষ। সেই হেতু দুঃখে সদা ভাসি হৃষিকেশ॥ শুনি রাধিকার বাণী রাধাকান্ত কন। এই হেতু প্রিয়ে তুমি আছ দুঃখমন তোমার সমান সতী কেবা আছে নারী। অহর্নিশী আমি যার আছি আজ্ঞাকারী॥ কালি হৈতে বৃন্দাবনে আছে যত জন। সতী রূপে বলিবে তোমারে সর্ব্বজন॥ অতএব কমলিনী দুঃখ ত্যজ এবে। কালি হৈতে কলঙ্কিণী নাম তব যাবে॥ এই রূপ কথাতে আছেন হৃষিকেশ। হেনকালে রজনী হইল অবশেষ॥ তবে রাধাকান্ত করি রাধারে সান্ত্বন। আপান আলয়ে তবে করিলা গমন॥ সখী সহ কমলিনী গেলা নিজ ধাম। দ্বিজ কহে সুখে মুখে বল হরিনাম॥

অথ কলঙ্কভঞ্জনারম্ভ।

পয়ার। গৌরিমুখ কন পুনঃ শুন মহাশয়। কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ আসি নিজালয়॥ ব্যাস কন অন্তে বাস্তে শ্রীমধুসূদন। জননীর নিকটেতে করিলা শয়ন॥ বালক সমান হরি ঘুমাইয়া রয় হেনকালে সুখের রজনী গত হয়॥ শশী অস্তাচলে গেল পোহাইল নিশী। ভানুর উদয় হৈল প্রকাশিল দিশি॥ বায়স বিহঙ্গ

তখন ॥ শ্রীদাম সুদাম আর যত শিশুগণ । দাদা বলরাম আদি আইল সর্ব্বজন ॥ আর বৃদ্ধা বৃদ্ধ যত গোপ গোপী ছিল । কৃষ্ণ অমঙ্গল শুনি সকলে ধাইল ॥ তবে চন্দ্রাবলি গিয়া রাধার মন্দিরে । কৃষ্ণের মূর্চ্ছার কথা কহিলা সত্বরে ॥ চন্দ্রা বলে ওগো রাধে করি নিবেদন । আচম্বিতে মূর্চ্ছাগত শ্রীনন্দনন্দন ॥ কত জনে কত মত ঔষধ করিলা । তথাপি কিঞ্চিৎ তাঁর চেতন নহিলা ॥ রাধা বলে চন্দ্রাবলি একি অকস্মাৎ । বিনা মেঘে ব্রজপুরে হৈল বজ্রাঘাত ॥ কৃষ্ণ যদি ছাড়ি যায় এ ব্রজ ভবন । তবে আর কিকারণে ধরিব জীবন ॥ চল চল নন্দালয়ে সবে যাই চল । যদ্যপি কৃষ্ণের ভাল দেখি তবে ভাল ॥ নতুবা যমুনা জলে জীবন ত্যজিব । পুনর্ব্বার আর ঘরে ফিরে না আসিব ॥ এত বলি কমলিনী লয়ে সখাগণে । উপনীত হৈল আনি নন্দের ভবনে ॥ দেখে ব্রজবাসী যত বিষণ্ণ হইয়া । মাথে হাত দিয়া সবে আছে দাঁড়াইয়া । মূর্চ্ছাগত বনমালী রাণীর কোলেতে । দেখিয়া শ্রীমতী সতী ভাসিলা শোকেতে ॥ লোকের গঞ্জনা হেতু না কান্দে ফুকুরে । বিন্দুঃ বারিধারা নয়নেতে ঝরে ॥ একপার্শ্বে কমলিনী রহিলা দাঁড়ায়ে । পরে শুন যেই রূপ শ্রীকৃষ্ণ লইয়ে ॥ বহু জনে বহুমত শান্তি করাইল । কোন মতে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নহিল ॥ তাহা দেখি নন্দরাণী অসার ভাবিয়া । উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সতী ভূমে লোটাইয়া ॥

অথ যশোদার রোদন ॥

ত্রিপদী । বহু মত করি শান্তিঃ কৃষ্ণের নহিল শান্তিঃ তাতে ভ্রান্তি হৈল সর্ব্বজন । অসার ভাবিয়া রাণীঃ ভালে করাঘাত হানিঃ উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥ সে রোদন বর্ণিবারেঃ কার সাধ্য কেবা পারেঃ রাণী জানি আপনি স্তুকিত । লিখিতে তাহার অন্ত

পিতা বলি মোরে; ধেয়ে এসো ওরে; দুবাহু পসারি কোলে। আনি হৃদিপরে, পুনঃদুই করে; আঁটিয়া ধররে গলে॥ তোরে কোলে করি; দুঃখ সিন্ধু তরি; ভাসিব আনন্দ নীরে। তোমা বিনে আরঃ কে আছে আমার; বলরে এ ব্রজপুরে॥ চেয়ে দেখ বাপঃ পাইয়া সন্তাপ; গোষ্ঠে হতে আসি ঘরে। দিনকর করে; দগ্ধ কলে বরে; পদে ক্ষত কুশাঙ্কুরে॥ উঠি ত্বরা করিঃ ওরে গিরিধারি; রাধা জল ঝারি দেহ। হেরি তোর মুখঃ দূরে যাকু দুঃখ; জুড়াক তাপিত দেহ॥ এই বৃদ্ধকাল, ওরে নন্দলালঃ আর দুঃখ নাহি সয়। তোমা বিনে মোর, এই ঘর ঘোর; সব অন্ধকার ময়॥ উঠ বাপধনঃ ও নীল রতন; বারেক দেখরে চায়ে। পিতা নন্দ তোর; কাদিয়া কাতর; শোকেতে বিদরে হিয়ে॥ তোর যে জননী; হয়ে পাগলিনী; মণি হারা ফণি প্রায়। তোমার লাগিয়া, ব্যাকুলা হইয়া; ভূমে গড়াগড়ি যায়॥ হের সখীগণ; শোকে অচেতন; ধেনু বৎসআদি করে। তোর মুখ হেরে; ভাবে আখি নীরে, কেহ না ধৈরজ ধরে॥ উঠ ওরে বাপঃ ঘুচাও সন্তাপ; চাঁদমুখে বাপ বল। ওরে নীলমণিঃ জুড়াক পরাণী, শুনে তোর সুধাবোল॥ এই রূপে নন্দ; করিয়া প্রবন্ধ, ডাকিছেন উচ্চৈঃস্বরে। পাগল সমান; দেহে নাহি প্রাণ; আকুল হইয়া ফিরে॥ ক্ষণে মোহ যায়; ভূমেতে লোটায়; ক্ষণে ক্ষণে উঠি ধায়। ক্ষণে চমকিয়ে, উঠে সিহরিয়ে; কৃষ্ণের নিকটে যায়। দুবাহু পসারি; শ্রীকৃষ্ণেরে ধরি; কোলে করে ততক্ষণ। হেরি মুখশশী, আখি জলে ভাসি; ঘনঃ ধরে চুম্বন॥ ক্ষণে আঁটি ধরে; রাখি হৃদিপরে; ক্ষণে করে হায় হায়। ক্ষণে কোলে হতেঃ রাখিয়ে ভূমেতে; একদৃষ্টে চেয়ে রয় দেখিতে দেখিতে, পুন আচম্বিতে, আছাড় খাইয়ে পড়ে। স্পন্দ হীন রহে, নিশ্বাস না বহেঃ যেন দেহে প্রাণ ছাড়ে॥ পুনশ্চমকি

করিয়া প্রাণ রাখ গোপগণে। পিতারে করিলা রক্ষা সর্পের দংশনে।। বরুন আলয় হৈতে আন যেই জনে। তোর শোকে প্রাণ ছাড়ে না দেখ নয়নে।। জননী জনক মরে মরে গোপগণ। ওরে হরি এবে কেন না কর রক্ষণ।। ধবলী সামলী আদি ধেনু বৎসগণ তৃণ জল কিছু তারা না করে ভক্ষণ।। এক দৃষ্টে তোঁর মুখ নিরখিয়া আছে। অনিবার বারিধারা নয়নে বহিছে।। উঠ কানু লহ বেণু চল গোষ্ঠে যাই। ধেনু বৎস লয়ে সবে কাননে চরাই।। সবে মিলি কুতুহলে খেলা করি ভাই। রাখালের রাজা হয়ে বৈসহ কানাই।। হেনমতে শ্রীদামাদি যত শিশুগণে। আক্ষেপ করিয়া বহু ডাকে জনে জনে।। কিছুতে নহিল যদি কৃষ্ণের চেতন। তবেত অধৈর্য্য হৈল যত গোপগণ।। নিশ্চয় জানিয়া মৃত্যু কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। কারসাধ্য সে রোদন বর্ণিবারে পারে।। তবে বলদেব দেখি বিস্ময় হইল। কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের চেতন নহিল।। আপনি অনন্ত অন্ত ভাবিয়া না পান কি কারণে কৃষ্ণচন্দ্র হারাইলা জ্ঞান।। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভাবিয়া ত্রিভুবন। কোন স্থানে কিছু নাহি পান অন্বেষণ।। আশ্চর্য্য মানিয়া মনে রোহিণী নন্দন। ত্রিলোক বিজয়ী শিঙ্গা করিলা ধারন।। গোপগনে বলদেব বলেন তখন। কিছুকাল ক্ষন্ত রও সকলে রোদন।। শিঙ্গাস্বরে ডাকি আমি করি উচৈঃধ্বনি। দেখ দেখি কেন হেন হৈল নীলমণি।। এত বলি সর্ব্বজনে করিয়া শান্ত্বনা। আপনি বলাই দিলা শিঙ্গাতে ঘোষণা।। দ্বিজ কবি ইত্যাদি।।

অথ বলরামের আক্ষেপ।

রাগিণী আসোয়ারি টোরি। তাল আড়া।

বলার শিঙ্গা বাজিলরে। উঠিল শিঙ্গার ধ্বনিঃ কাঁপিল ভুবন খানিঃ চরাচরে লাগিল হুতাশ।। ধ্রু।।

রোদন হরি, সহিতে নাহিক পারি, এই হেতু বলি বারেবার। উ ঠরে উঠরে ভাই, আর দুঃখ দিও নাই, ব্রজপুর রাখরে তোমারে অরে যদি ক্ষণকাল, নাহি উঠ নন্দলাল, তবে প্রাণ ত্যজিবে স কলে। আমিও তোমায় শোকে, মুখ না দেখাবে লোকে, প্রবেশি ব যমুনার জলে॥ এই রূপে খেদ করে, বলদের শিঙ্গাস্বরে, উচ্চৈঃ স্বরে ডাকেন কানাই। তথাপি না হল জ্ঞান, দেখি শোকে হত জ্ঞান, শিঙ্গা ফেলি বসিলা বলাই॥ বলার অঙ্গের আভা, রজত পর্ব্বত নিভা, তাহে প্রভা হইল এমন। দুই চক্ষে বহে ধারা, যে ন গঙ্গা শতধারা, গিরি হৈতে হতেছে পতন॥ বলরাম শোকে ভাসে, দেখি গোপগণ ত্রাসে, নিতান্ত জানিল কৃষ্ণ নাই। হা কৃ ষ্ণ বলিয়া তবে, করি হাহাকার রবে, কৃষ্ণ শোকে কান্দয়ে সবা ই॥ সবে বলে আর কেন, যমুনায় ত্যজি প্রাণ, কৃষ্ণ যদি ছাড়ি ল শরীর। এত বলি গোপাঙ্গল, হয়ে শোকে সমাঙ্গল, মরণে মন্ত্র না কৈল স্থির॥ এ সব দেখিয়া হরি, মনেতে বিচার করি, গোপ গোপী দুঃখ বিনাশন। রাধার কলঙ্ক যায়, সকলেতে সুখী হয়, উপায় ভাবিল নারায়ণ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পাদ তলে, দয়া কর ভকত বৎসল॥ আমার পূরাও আশ, কর প্রভু নি জ দাস, অন্তে দিয়ে চরণ কমল॥

অথ বৈদ্য আগমন॥

পয়ার। গোপাঙ্গল আঙ্গল দেখিয়া নরহরি। মনেতে ভাবে ন তবে উপায় কি করি॥ যে দেখি শোকেতে মগ্ন ব্রজবাসীগণ ক্ষণেক বিলম্বে সবে ত্যজিব জীবন॥ অতএব বিলম্বেতে অনুচি ত হয়। ত্বরায় করিতে হৈল ইহার উপায়॥ রাধার কলঙ্ক দূর করিতে হইবে। আমার চেতনে ব্রজবাসী সুখী হবে॥ যেমতে করিতে হইবে সুবিধান। এত ভাবি চিন্তামণি হৈলা চিন্তাবান।

গোপ কহে সকরুণে, ক্ষণেক দাঁড়াও এই বৃক্ষ সন্নিধানে॥ আ-
সি গিয়া সমাচার কহিব তথায়। আপনি আসিয়া, নন্দ লইবে
তোমায়॥ এত বলি বৈদ্যবরে রাখে সেই স্থান। নন্দেরে কহি
ল গিয়া বৈদ্যের কথন॥ শুনি নন্দ সেইখানে আসিয়া ত্বরিত।
হেরিয়া বৈদ্যের রূপ হইলা মোহিত॥ কৃষ্ণের সমান বপু হেরি
যে তোমার। অন্তরের মধ্যে স্নেহ বাড়িল অপার॥ বিনয়ে কহে
ন নন্দ এসো মহাশয়। কৃপা করি রক্ষা কর আমার তনয়॥ নন্দে
র আহ্বানে বৈদ্য হরষিত হয়ে। চলিলেন ধীরে ধীরে নন্দের আ
লয়ে॥ তবে নন্দ কন পুনঃ মধুর বচনে। বাজিতেছে কুশাঙ্কুর
চলিতে চরণে॥ কৃপা করি মোর কোলে কর আরোহণ। ক্ষণে
কে লইয়া আমি করিব গমন॥ বৈদ্য কন পিতৃতুল্য তুমি মহা-
শয়। করহ উচিত তব যেবা ইচ্ছা হয়॥ তবে নন্দ বৈদ্যবরে কো
লেতে করিয়া। পুলক হইল অঙ্গ উঠে সিহরিয়া॥ আপনি যে
বৈদ্যরূপী শ্রীনন্দ নন্দন। এই হেতু শ্রীনন্দের উল্লাসিত মন॥
কৃষ্ণেরে করিত কোলে যেমত হইত। বৈদ্যেরে করিয়া কোলে
হৈল সেই মত॥ মনে মনে ব্রজরাজ ভাবেন তখন। ইহাকে ল
ইয়া কেন হইল এমন॥ এই জন হৈতে বুঝি পাইব তনয়। নতু
বা বিপদে কেন আনন্দ উদয়॥ এত ভাবি যান নন্দ হয়ে দ্রুত
তর। আপন আলয়ে গিয়ে উত্তরে সত্বর॥ বৈদ্য দেখি সর্ব্বজন
হৈলা হরষিত। রোদন ত্যজিয়া রাণী উঠিলা ত্বরিত॥ সমাদ
রে বৈদ্যবরে বসায়ে তথায়। করযোড় করি রাণী বিনয়েতে কয়॥
প্রাণদান দেহ তুমি আমার নন্দনে। একেবারে বিকাইব তোমা
র চরণে॥ বৈদ্য বলে কেন মাগো অনুচিত কও। জননী সমান
তুমি আমার যে হও॥ আমা হৈতে বাঁচে যদি তোমার কানাই

লোকে কয়। অতএ: চেষ্টা করি; অবশ্য মিলাতে পারি; কহ দেখি শুনি মহাশয়॥ বৈদ্য কহে শুন তবে; যে ঔষধে রোগ যাবে ঔষধি আছয়ে মো ঠাঞি। পতি ব্রতা হবে যেই; ঔষধি বাটিবে সেই; এই মত সতী নারী চাই॥ পতি ব্রতা সতী নারী; কক্ষে কার হেমঝারি; যমুনা হইতে জল আনি। সে জলে ঔষধ গুলে; বৃদ্ধমুখে দিবে তুলে; রোগ মুক্ত হইবে তখনি॥ শুনি উপানন্দ হাসিঃ কহেন মধুর ভাষি; এই হেতু কিসের ভাবনা। নগর এ বৃন্দাবনে, সতী আছে বহুজনে; বৈদ্য বলে কথাতে হবেনা॥ মুখেতে যে সতী কয়; তাহাতে প্রত্যয় নয়; পরীক্ষা করিতে হবে তার। পরীক্ষায় উতরিলে; তবে সে সতীর জলে; হইতে পারিবে উপকার॥ যে নিয়ম পরীক্ষার; কহি শুন সুবিস্তার; কেশ তুলি মস্তক হইতে। গুছি দিয়া দীর্ঘ করেঃ গিয়া যমুনার তীরে; সেতু এক হবে নির্ম্মাইতে॥ পার্শ্ব ভাগে কিছু তার; না থাকিবে যোগ আর; এক কেশে সেতু দীর্ঘাকার। তাহাতে যমুনা পারঃ হইবেক তিনবারঃ সেই নারী সতী সারোদ্ধার॥ উপানন্দ কন পুনঃ কভু কি সম্ভবে হেনঃ এমন সেতুতে হওয়া পার। বৈদ্য বলে সতী যেবা; তাহার অসাধ্য কিবা; পুরাণে প্রমাণ শুন তার॥ অযোধ্যাতে রঘুপতি; তার জায়া সীতাসতী; রাবণ হরিয়া লৈল তায়। রঘুনাথ কোপ কায়, সবংশে রাবণ মারি; সীতা উদ্ধারিলা পুনরায়॥ কিন্তু সেই নৃপতি; জানিয়া সীতাকে সতী; তবু কৈল পরীক্ষা বিধান। যতেক বানর মিলে; কাষ্ঠ আনি অগ্নি জ্বালে, অগ্নি হৈল পর্ব্বত প্রমান॥ সীতা প্রবেশিলা তায়, সবে করে হায় হায়; মনে ভাবে জানকী মরিল। সতী নারী যেই হয়, তার কি অনলে ভয়ঃ স্পর্শমাত্রে শীতল হইল॥ অগ্নি মাঝে সীতা দেবী; শ্রীরামের পদ ভাবিঃ আনন্দেতে বসিয়া রহিলা।

ননদিনী নেই হয় পাইয়া সে ছলা। ভ্রাতৃবধূ প্রতি বলে বাড়াই রাগলা॥ তুমিত আছহ সতী আমাদের ঘরে। পরীক্ষ করিয়া লও আপনহ সত্বরে॥ চাতারের কাছে সদা সতীত্ব জানাও। পাত্র অবশিষ্ট আর পাদোদক খাও॥ একদিন পতি যদি স্থানান্তরে রয়। সেদিন উপাসী থাক আহার না হয়॥ ঘরে আইলে পরে ধেয়ে গিয়া ততক্ষণ। সুবাসিত জল দিয়া ধোয়াও চরণ॥ এইরূপে ভাই মোর বশে রাখিয়াছ। আমাদের একেবারে পর করিয়াছ॥ সতীত্ব জানাতে পোড়া মুখে পড়ে জল। এবে কেন অধোমুখে রহিলি তা বল॥ শুনি ননদীর বাণী অন্তরেতে জ্বলে। হৃদে বিষভরা মুখে মধুস্বরে বলে॥ বাঁকামুখে চোখা কথা নাহি বাস লাজ। যে পারে সেজন গিয়া করুক এ কায॥ দেখিবারে পতি ভক্তি না পার আমার। অদ্যাবধি মোর কর্ম্ম লহ তুমিভার॥ কহিলে যে তোমাদের করেছি আমি পর। অদ্যাবধি ভাই লয়ে সুখে কর ঘর॥ এইরূপে কথার কৌশলে নারীগণ। পরস্পর কোন্দল করয়ে সর্ব্বজন॥ তাহা দেখি নন্দরাণী হইয়া ভাবিত। রোহিণীর প্রতি চাহি করেন ইঙ্গিত॥ ইঙ্গিত বচনে রাণী কহেন তখন। রমণী গণের দ্বন্দ্ব করাও ভঞ্জন॥ সতী সাধ্বী নিকটেতে যাচ পরিহার। দয়াকরি প্রাণ দেও গোপালে আমার॥

অথ রোহিণী কর্ত্তৃক নারীগণের দ্বন্দ্ব নিবারণ।

পয়ার। রাণীর বচনে তবে উঠিয়া রোহিণী। সবাকারে কন দেবী সুমধুর বাণী॥ বিপদে বিরোধ করা অতি অমঙ্গল। যশোদারে কৃপা করি ছাড় গো কোন্দল॥ সতীর চরণে করি অনেক মিনতি। কৃষ্ণে বাঁচাইয়া রাখ গোষ্ঠের খেয়াতি॥ জল আনি কৃষ্ণধনে বাঁচাবে যেজন। চিরকাল মত তার হবে কৃষ্ণধন॥ বিশেষতঃ নন্দঘোষ যশোদা রোহিণী। তার কাছে বিনামূলে বিকা-

করিলে সঙ্গিনী, জটিলা নিকটে চল যাইব আপনি ॥ অবশ্য আনিব তারে করিয়া মিনতী । দ্বিজবলে শীঘ্র চল ওগো যশোমতী ॥

অথ জটিলা নিকটে যশোদার গমন।

লঘু ত্রিপদী। তবে নন্দরাণী, যেন পাগলিনী, জটিলা নিকটে যায়। নাহি কিছু ধৃতি, চলে শীঘ্রগতি, মণিহারা ফণিপ্রায় ॥ ধূলায় ধূষর, সর্ব্ব কলেবর, মুক্ত কেশ ম্লান মুখী। সঙ্গেচারি সখী, ধনিষ্ঠা সুমুখী, শরলা সংস্কৃতি দুঃখী ॥ এইরূপে রাণী, সঙ্কেতে সঙ্গিনী, জটিলা ভবনে গিয়া। কোথা গো জটিলা, বলি ডাক দিলা, জটিলা আইল ধেয়া ॥ দেখি নন্দরাণী, জটিলা অমনী, আসন আনি বোসায়। বৈস বৈস বলি, হয়ে কৃতাঞ্জলি, বিবরণ জিজ্ঞাসয় ॥ শুনেছে সকল, তবু করে ছলঃ যেন কিছু না হি জানে। করিয়া বিনয়, কুশল সুধায়, যশোদার বিদ্যমানে ॥ বলে যশোমতী; কি কব ভারতী, কৃশলীর বিবরণ। আজি দিনকাল, ফেটেছে কপাল। হারায়েছি কৃষ্ণধন ॥ শুনি চমকিয়া। উঠে সিহরিয়া। বলে একি সর্ব্বনাশ। হৃদি হৃষ্ট তুরা। মুখে সকাতরা। করে কত হা হুতাশ ॥ কহিছে জটিলে। কি কথা কহিলে শুনিয়ে বিদরে হিয়ে। একি অকস্মাৎ। শিরে বজ্রাঘাত। কহ দেখি বিশেষিয়ে ॥ রাণী বলে আর। কহিব কিছার। আমার পোড়া কপাল। নাচিতে নাচিতে। পড়ে আচম্বিতে। মূর্চ্ছাগেছে নন্দলাল ॥ চেতন কারণ। কৈল কতজন। যে যেমন ক্রম জানে। আর কতজন। বৈদ্য বিচক্ষণ। বিবিধ ঔষধি আনে ॥ করি বহু শ্রম না ধরিল ক্রম। ঔষধি বিফল হৈল। শেষে একজন। বৈদ্যের নন্দন। ব্রজমাঝে উত্তরিল ॥ পথে দেখা পেয়ে। তাহারে ডাকিয়ে। আনিলেন ব্রজপতি। সেজন আসিয়া। গোপালে দেখিয়া

তুমি আমি না গেলে তথায়। অবশ্য মরিবে শত্রু একথা নিশ্চয়॥ শুনি কুটিলার বাণী প্রবীণা জটিলা। প্রবোধ বচনে তারে বুঝাতে লাগিলা॥ যে কহিলা সত্য বটে সকলি প্রমাণ। কিন্তু আপনার সদা চাহি যশ মান॥ নন্দসুতে বাঁচাইতে নাহি মোর মন। তবে যে যাইতে চাহি যশের কারণ॥ যে কর্ম্ম করিতে না পারিল নারীগণে। সে কর্ম্ম করিলে কীর্ত্তি রবে ত্রিভুবনে॥ দিবা নিশি যশ কীর্ত্তি ঘুষিবে সবাই। জটিলা কুটিলা সম সতী কেহ নাই॥ বিশেষত সতী বলে জানে সর্ব্বজন। না গেলে বলিবে তবে থাকিবে কারণ॥ অসতী বলিয়া পুনঃ ঘুষিবে সবাই। এই হেতু এই কর্ম্ম করিবারে চাই॥ এত যদি জটিলা বলিলা বুঝাইয়া। কুটিলা উঠিল তবে হর্ষিত হইয়া॥ অস্তে ব্যস্তে উঠি তবে আনন্দিত মনে। আইলা জটিলা সহ যশোদা সদনে॥ কুটিলা যশোদা পদে করে প্রনিপাত। আশীর্ব্বাদ করে রানী শিরে দিয়া হাত। তবেত জটিলা বলে শুন যশোমতী। জল আনি বাঁচাইব তোমার সন্ততি॥ এ কথা শুনিয়া বাণী রানী হরষিত। জটিলা কুটিলা লয়ে চলিলা ত্বরিত॥ আপন আলয়ে গিয়া উপনিত হয়ে। কহিলেন নন্দরানী বৈদ্যরে চাহিয়ে॥ এই আমি আনিয়াছি সতী দুইজন। যে রূপ করিবে কর্ম্ম বলহ এখন দ্বিজবলে বৈদ্যরূপী দেব ভগবান। চলিলেন কেশ সেতু করিতে নির্ম্মাণ॥

অথ বৈদ্যের কেশ সেতু নির্ম্মান।

ত্রিপদী। সতী দেখি বৈদ্যবরঃ হয়ে অতি হৃষ্টতরঃ সত্বরেতে যমুনায় যান। মাথা হৈতে তুলি কেশ, লইলেন অবশেষঃ কেশসেতু করিতে নির্ম্মান॥ যমুনার তীরে গিয়াঃ কেশে কেশে

দরশন; আকাশেতে কৈলা আগমন ॥ আপন্ আপন রথেঃ বহিয়া আকাশ স্থানেঃ কৌতুক দেখেন সর্ব্বজন। এইমত সেই স্থলে; রহে সবে স্তব্ধ হলে; পরে শুন কহি বিবরণ॥

অথ জটিলার কেশসেতু পার হওন॥

পয়ার। এইরূপে সর্ব্বজন যমুনার স্থলে। কৌতুক দেখিতে সবে রহে স্তব্ধ হলে॥ হেনকালে জটিলা আইল সেই স্থান। দর্প করি কহে ধনী সভা বিদ্যমান॥ সতীত্বের বলে ত্রিভুবন তুচ্ছকরি। কেশসেতু দেখিয়া কি আমি কভু ডরি॥ এই কেশসেতু পার কোন বড় ভার। তিনবার পার কেন হব সাতবার॥ এই দেখ অনায়াসে পার হয়ে যাই। অসতী কুলটার মুখেতে দিয়া ছাই॥ হেন মতে বহু দর্প করিয়া জটিলা। হেমঝারি কক্ষে করি সত্বয়ে উঠিলা॥ অহঙ্কারে মত্তা হয়ে বেগেতে চালিল। কেশসেতু উপরেতে পদ তুলি দিল॥ যেই মাত্র পদার্পণ করে সেই স্থলে। কেশসেতু ছিড়িয়া জটিলা পড়ে জলে॥ জলেতে পড়িয়া ধনী ভাসিয়া চলিল। তাহা দেখি সর্ব্বজন হাসিতে লাগিল॥ বিপক্ষ গণেতে বলে ভাল বটে সতী। সেতু পার হয়ে জল আসিছে সম্প্রতি॥ এইরূপ বিপক্ষেতে টিটকারী দেয়। জটিলা পড়িয়া জলে ভাসিয়া বেড়ায়॥ নৌকাওয়ালাদিগণ যত দেখিতে আইল। দেখিয়া দুর্দ্দশা তার নৌকাতে তুলিল॥ নৌকায় আনিয়া তখন কূলেতে উঠায়। জটিলা না তোলে মুখ মলিন লজ্জায়॥ বারম্বার উপহাস করে সর্ব্বজন। কি করি উপায় বলি ভাবিল ও মন॥ নায়েরে নিন্দিয়া কহে সুগম্ভীর বাণী। থাকিবে কিঞ্চিৎ পাপ মনে অনুমানি॥ সেবি আছে জান যদি আপনার মনে। তবে লোক হাসাইতে গিয়াছিলে কেনে॥ বিদ্যমানে আছি তোর আমিত নন্দিনী। তবে কেন এ কর্ম্মেতে যাইলে আপনি

জ্ঞটিলা সুন্দরী নাম। মোর পুণ্যবলে; হও হস্তহলে; ত্যু সম অ বিরাম ॥ এতেক বলিয়া; ছলেতে নিন্দিয়া; যতেক রমনী গনে। সেতুর উপরে, পদার্পণ করে; অত্যন্ত গর্ব্বিত মনে ॥ যেমন চরণ করিল অর্পণঃ কেশসেতু উপরেতে। তেমনি পতন; জলেতে ম- গন, ভাবিতে লাগিলা শ্রোতে ॥ চিরকাল ধরি; জ্ঞটিলা সুন্দরী যারে যত বলে ছিল। পেয়ে তারা বাদঃ সবে তোলে সাদ; যার যে মনে আছিল ॥ রাধার সঙ্গিনী; কতেক রঙ্গিনী; রঙ্গে দেয় কর তালি। বলে সতী ভালঃ ভাল হ; সতীত্ব ভাল জানালি ॥ কেহ হু লু দেয়; কেহ বা হানায়, খল খল রব করি। কেহ শঙ্খ পূরেঃ কে হ উচ্চৈঃস্বরেঃ যশ দেয় টিটকারী ॥ এ রূপে সকলে; মহা কো- লাহলেঃ জ্ঞটিলারে নিন্দা করে। জ্ঞটিলা হেথায়; ভাসিয়া বেড়া য়ঃ যমুনা গভীর নীরে ॥ পড়িয়া তরঙ্গে, মনের আতঙ্কেঃ অস্থির হইল অতি। ভাসিল বসনঃ হৈল বিবসনঃ নাহিক অঙ্গের ধৃতি ॥ জল খেয়ে তার, পেট হৈল ভার, না পারে দিতে শাতার। মরে প্রাণ যায়; কি করে লজ্জায়; করে ধনী হাহাকার ॥ ত্রাহি ত্রাহি করে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, দুবাহু তুলিয়া তবে। বলে মরি মরি; লয়ে আসি তরি; উদ্ধার করহ সবে ॥ যেই পূণ্যবান, হও আগু য়ান, প্রাণদান দেহ মোরে। সে কথা শুনিয়া; সখীরা হাসিয়া; বলে নাহি তোলে ওরে ॥ ও পাপ কারিণীঃ হল কলঙ্কিনী এখন বাঁচিতে সাদ। ঢাকি নিজ খাদ; করিয়া বিবাদ, লোকে দেও অ পবাদ ॥ বিধি অনুকূল, আজি সে আমুল, প্রকাশ করিয়া দিল। কোন মুখে আরঃ ও মুখ তোমারঃ লোকেরে দেখাবে বল ॥ ধিক ধিক ধিক; কি কব অধিকঃ ঢলানি পাপিনী আল। ছিছি লাজ নাই, পোড়া মুখে ছাই, তোমার মরণ ভাল ॥ এই রূপে তাহা- রে, ভৈৎসে বারে বারে, মিলে যত সখিগণে। তুই যে সতী,

কিন্তু কিছু উপকার না হবে তাহাতে ॥ মায়েতে ঔষধ দিলে না হি ধরে ভ্রম। বৃথা কেন আপনি করিবে পরিশ্রম ॥ ব্যাজ কহে বৈদ্য রূপী প্রভু নারায়ণ। অব্যর্থ তাহার বাক্য না হয় খণ্ডন ॥ তদবধি সন্তানে ঔষধি দিলে মায়। না হয় রোগের শান্তি জানিবে নিশ্চয় ॥ যশোদা বলেন বাপু তবে কি হইবে। নিতান্ত কি নীলমণি প্রাণেত মরিবে ॥ বৈদ্য কহে জননী গো স্থির কর মতি গণনা করিয়া দেখি ত্রস্তে কেবা সতী ॥ গুরুর কৃপায় আর জ্যোতিষের গুণে। চরাচর যতেক জানিতে পারি গণে ॥ এত বলি গণিতে বসিল বৈদ্যবর। দ্বিজ কহে কেবা আছে তব অগোচর ॥

পয়ার। খড়ি লয়ে বৈদ্যবর কহেন বচন। পঞ্চম বর্ষিয় শিশু আন এক জন ॥ তার হস্তে খড়ি দিব যতন করিয়া। খড়ি ধরি সেই শিশু রহিবে বসিয়া ॥ মন্ত্রজপ করি আমি ঈশ্বর ভাবেতে। উঠিবে সতীর নাম শিশুর খড়িতে ॥ এতেক শুনিয়া তবে যত গোপগণ। পঞ্চম বর্ষিয় শিশু আনে একজন ॥ তার হস্তে খড়ি তবে দিয়া ততক্ষণ। বৈদ্য রূপী নারায়ণ জপে নারায়ণ। এখানে শিশুর হাতে খড়ি যন বুলে। প্রথমেতে র অক্ষর খড়িতে লিখিলে ॥ আদ্যাক্ষর উঠিল বলিল বৈদ্যবর। তাহা ধরি নাম সবে কহে পরস্পর ॥ কেহ বলে রমাবতী কেহ বলে রতী। রঙ্গবিলাসিনী রসমুঞ্জরী রমতী ॥ হেনমতে রকারাদি বহু নাম লয়. বৈদ্য বলে ইহার মধ্যেতে কেহ নয় ॥ পুনর্ব্বার জপেতে বসিলা মহাশয়। শিশুর খড়িতে আসি আকার যোগায় ॥ রকারে আকার মিলে রাশব্দ হইল। বৈদ্য বলে আদ্যাক্ষর এবার মিলিল ॥ তবে সবে রা আদ্যেতে যত নাম জানে। রাধা বিনে সব নাম বলে বৈদ্য স্থানে ॥ যদি বল রাধা নাম কেন দিল বাদ। কৃষ্ণ কলঙ্কিণী বলে আছে তার বাদ ॥ এই হেতু রাধা নাম কে

এত যদি বৈদ্যবর কুটিলারে বলে। শুনিয়া তাহার বাণী দুনা ক্রো-
ধে জ্বলে ॥ ধুনা গন্ধ পায়ে যেন মনসা খাপিল। হাত নাড়া দি
য়া বৈদ্যে গালি আরম্ভিল ॥ পাড়য়ে অসংখ্য গালি মুখে যত
আইসে। শুনিয়া সভাস্থ লোক সকলেতে হাসে ॥ তবেত যশো
দা রাণী বিষম দেখিয়া। কুটীলার হস্তে ধরে আপনি উঠিয়া ॥
রাণী বলে কুটিলা গো ক্ষমা কর মোরে। আমার মাথার দিব্য
সত্ত্ব তোমারে ॥ বিপদেতে দ্বন্দ করা না হয় উচিত। নীলমণি
বাঁচে যাতে কর তার হিত ॥ রাধিকা হইলে সতী ক্ষতি কিবা তা
য়। তোমার ঘরের বধূ অন্যায় সে নয় ॥ এত বলি কুটিলারে
নিরস্ত করিয়া। রাধিকা নিকটে রাণী চলিল ধাইয়া ॥

ত্রিপদী। রাধিকা যদ্যপি সতী; হরষিত যশোমতীঃ দ্রুত
গতি রাধা কাছে গিয়া। দুটি কর কণ্ঠে দিয়েঃ কহেন কাতরা হ-
য়েঃ উঠ মা গো বৃষভানু ঝিয়া ॥ তুমি ধন্যা পুণ্যবতীঃ ব্রজমাঝে
তুমি সতী; বৈদ্যরাজ গণিয়া বলিল। স্বকর্ণেতে শুনিয়াছ; তবে
কেন বসিয়াছ; কূপ হতে উঠিতে হইল ॥ করিয়া সেতু পরীক্ষা
দেখাও সতীত্ব দীক্ষা; শিক্ষা করুক ব্রজের বসতি। বাচাও কৃষ্ণে
র প্রাণঃ এ বিপদে কর ত্রাণ, রাখ মাগো জগতে খেয়াতি ॥ এই
রূপে নন্দরাণী; রাধিকারে কন বাণীঃ শুনে রাধা লোমাঞ্চ শরী
র। অন্তরে হইল ভয়, মুখে বাক্য না স্ফুরয়; দুই চক্ষে ঘন বহে
নীর ॥ মনে মনে রাধা প্যারীঃ বলে কি করিলে হরিঃ একি আর
ঘটাইলে দায়। তব শোকে প্রাণ যায়, দায়ের উপরে দায়ঃ ইথে
আমি কি করি উপায় ॥ একে কলঙ্কিণী বলেঃ তাহে যদি গিয়া
জলে, সেতু পার হইতে না পারি। অধিক কলঙ্ক হবে; লোকে
মুখ না দেখিবে, কেমনে বাচিব তবে হরি ॥ তুমি প্রভু বিশ্বরু-